আল-মাওসূ‘আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ

(ইসলামী ফিক্‌হ বিশ্বকোষ)

ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন

দ্বিতীয় খণ্ড

বাংলাদেশ ইসলামিক ল’ রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

আল-মাওসূ‘আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ
(ইসলামী ফিক্‌হ বিশ্বকোষ)
ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন
দ্বিতীয় খণ্ড

বি আই এল আর এল এ সি-১৬

ISBN : 978-984-91686-2-1

প্রথম প্রকাশ : জুন, ২০১৬

গ্রন্থস্বত্ব : বাংলাদেশ ইসলামিক ল’ রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইসলামিক ল’ রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২ মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com
www.ilrcbd.org

কম্পোজ
ল’ রিসার্চ কম্পিউটার্স

মুদ্রণ
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

দাম : ৬৫০ টাকা US $ 25

Islamer Bebsay o Banijjo Aeen [vol-2] (Al-Mawsuatul Fiqhiyah), Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam, General Secretary on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre, 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka, Price Tk. 650 US $ 25

উপদেষ্টা পরিষদ

* শাহ আবদুল হান্নান
* এম আযীযুল হক
* ড. মিয়া মুহাম্মদ আইউব
* মু. ফরীদ উদ্দীন আহমাদ

পৃষ্ঠপোষক মণ্ডলী

* ইঞ্জিনিয়ার মুস্তাফা আনোয়ার
* এ কে এম নুরুল ফজল বুলবুল
* বদিউর রহমান

সম্পাদনা পরিষদ

মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের	সভাপতি
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ	সদস্য
ড. মুহাম্মদ আবদুল জলীল	সদস্য
উবায়দুর রহমান খান নদভী	সদস্য
মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা	সদস্য
মুফতী মুহিউদ্দীন কাসেমী	সদস্য
শহীদুল ইসলাম	সদস্য সচিব

ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন
দ্বিতীয় খণ্ড
যাঁরা অনুবাদ করেছেন–

মুহাম্মদ যুবায়ের	মুহাদ্দিস, লেখক, অনুবাদক
শহীদুল ইসলাম	গবেষক, সম্পাদক, অনুবাদক
মুহীউদ্দীন কাসেমী	মুহাদ্দিস, গবেষখ
মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান	গবেষক, অনুবাদক
নাজিদ সালমান	মুহাদ্দিস, অনুবাদক
উমর ফারুক	মুহাদ্দিস, অনুবাদক
আবু নাঈম মো: সাজিদ	মুদাররিস, অনুবাদক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রকাশকের কথা

কুয়েত সরকারের ওয়াক্‌ফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় 'আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ' নামে পঁয়তাল্লিশ খণ্ডে ইসলামী আইনের উপর বিশ্বকোষ প্রকাশ করেছে। এই বিশ্বকোষে ইসলামী ফিক্‌হের প্রতিটি পরিভাষা সম্পর্কে আরবী আদ্যাক্ষর অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্বে এটিই সম্ভবত ফিক্‌হের ওপর সর্ববৃহৎ কাজ। 'বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার' এই বিশ্বকোষটি পর্যায়ক্রমে বাংলা ভাষায় প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। মূল কাজের প্রথম পদক্ষেপ ছিল পরিবার বিষয়ক কতগুলো ভুক্তির সংকলন 'ইসলামের পারিবারিক আইন' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। এর দ্বিতীয় পদক্ষেপ ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন। এটি এই সিরিজের ২য় খণ্ড। আমরা আশা করি, এ গ্রন্থটিও বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল ও মাদরাসার ছাত্র, শিক্ষক, ইসলামী আইনের গবেষক, ব্যবসায়ী, ব্যাংক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ও কর্মকর্তাবৃন্দ এবং আইন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন জানা ও গবেষণায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে। বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংকিং এবং ব্যবসায় জড়িত ব্যক্তিবর্গ, আইনের চর্চা ও আইন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য বিষয়ক ইসলামী আইনের দালিলিক প্রমাণ ও প্রধান মাযহাবগুলোর বিশুদ্ধ ভাষ্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন। ফলে বাংলাভাষী সাধারণ মানুষ বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংকিং, শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা এবং আইনচর্চা ও পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের অনেকের মধ্যে ইসলামী আইন সম্পর্কে যে সব ভুল ধারণা রয়েছে তা দূরীভূত হবে; সেই সাথে ইসলামের অনুসারী ও দাওয়াত-কর্মীদের জ্ঞান আরো সমৃদ্ধ হবে। ফলে সমাজে ইসলামী শরীআহর চর্চা সহজতর হবে। বিশ্বব্যাপী ইসলামের নবজাগরণকে সামনে রেখে দেশবাসীকে ইসলামী আইন সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এ গ্রন্থের প্রকাশ। এ গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডগুলো যথাসম্ভব দ্রুত প্রকাশের চেষ্টা করা হচ্ছে। সুধী মহলে এ প্রয়াস আদৃত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ইসলামের সঠিক বিধান জানা এবং তা পালন করার তাওফীক দিন। আমীন।

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে

এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

জেনারেল সেক্রেটারি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুখবন্ধ

'আইনের শাসন' আজ বিশ্বব্যাপী পরম কাঙ্ক্ষিত। সুবিচার বর্তমানে মানবজাতির প্রধান কাম্য বিষয়। আইনের শাসন-এর অর্থ আইন থাকবে সবার উর্ধ্বে। আইন চলবে তার নিজস্ব গতিতে। আইনের চোখে ছোট বড় সবাই থাকবে সমান। ক্ষমতা, আভিজাত্য, অর্থ বা অন্য কিছুর প্রভাব আইনের গতি রোধ করবে না। সুবিচার-এর অর্থ হলো, দুর্বলতম ব্যক্তির অধিকার পাইয়ে দেয়ার দায় কাঁধে নেয়া এবং সবলের অন্যায় প্রতিহত করা। জুলুম ও অপরাধ দমন করা এবং সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য কেবল বিচার ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়। শুধু আইন, আইনের শাসন নিশ্চিত করে না। আইন ও বিচার থাকলেও অনেক সময় দেখা যায় সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা, সুনীতি ও সদ্ভাবের বিকাশ সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে আইন ও বিচারব্যবস্থা একটি জরুরি ব্যবস্থাপত্র মাত্র। মূল কাজটি হচ্ছে, সকল নাগরিকের মাঝে আইন মানার মানসিকতা তৈরি করা।

সহজাত ন্যায়পরায়ণতা, দেশপ্রেম, শান্তিপ্রিয়তা, মানবিক চেতনা ও বিবেচনাবোধ ইত্যাদি মানুষকে সৎ থাকতে সাহায্য করে। এ ক্ষেত্রে বড় সহায়ক হচ্ছে ধর্মীয় বিশ্বাস। এ বিশ্বাসই মানুষকে খোদাভীতির মাধ্যমে নিজকে নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দিয়ে থাকে এবং আখেরাতে জবাবদিহিতার চিন্তা একজন মানুষের মধ্যে মজবুত দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করে। এ ছাড়াও আরো অনেক প্রেরণাদায়ী বিষয়ও মানুষের বিবেচনার ক্ষেত্রে নৈতিকতার শক্ত ভিত গড়ে দিতে পারে। তখনই কেবল এ মানুষটি থেকে অন্য মানুষ নিরাপদ থাকতে পারে। বিচার ও শাসনকার্যেও ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখার জন্য নৈতিকতার প্রেরণা অপরিহার্য। 'বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার' গণমানুষের মধ্যে এই নৈতিক প্রেরণা জাগ্রত করার জন্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ইসলামী আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি নৈতিকতা ভিত্তিক আইন (Law Based on Moral Values)। গণমানুষের মধ্যে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ জাগ্রত হলে তারা আইন মানার জন্যে প্রস্তুত থাকে। ফলে আইনের প্রয়োগ সহজ হয়। স্বপ্রবৃত্ত হয়ে মানুষ আইন পালন করে এবং অন্যকেও আইন মানতে উজ্জীবিত করে। আইনভঙ্গের প্রবণতা নিম্নতম মাত্রায় চলে আসে।

ইদানিং বাংলাদেশে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত অপরাধের ক্ষেত্রে নতুন নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। অপরাধ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ নৈতিক অবক্ষয় ও তার বিস্তার। নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে নারী ও শিশু নির্যাতনের ভয়ংকর রূপ প্রতিভাত হচ্ছে। অপরাধ বৃদ্ধির কারণে বাড়ছে মামলা, বাড়ছে বিচারপ্রার্থীর সংখ্যা। বিচারের দীর্ঘসূত্রতা এবং প্রতিদিন নতুন নতুন মামলা সৃষ্টি হওয়ার কারণে মামলার জট ক্রমশ বেড়েই চলেছে। অপরদিকে বিচার সম্পর্কে লোকজনের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে নানা ধরনের সংশয় ও হতাশা। জেলখানায় কয়েদী ও হাজতীদের পরিমাণ বর্তমানে ধারণ ক্ষমতার বাইরে। সেখানে তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত। উপরিউক্ত যাবতীয় সমস্যা নিরসনকল্পে আমরা মনে করি, ইসলামী বিচারব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাহ-এর আলোকে শাসক, বিচারক, আইনজীবী, বাদী, বিবাদী ও সাক্ষীসহ সর্বস্তরের নাগরিকদের মানসিক ও নৈতিকবৃত্তিকে উজ্জীবিত ও শক্তিশালী করার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে উপরিউক্ত পাহাড়সম সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

আল্লাহর বিধান সকল মুসলিমের জন্য অবশ্য পালনীয়। ধর্ম-বর্ণ, জাতি-গোষ্ঠি নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার রক্ষা করা সকল মুসলিমের কর্তব্য। ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে বাংলাদেশে জনগণকে অবহিত করা এবং ইসলামী আইন ও বিচারের আলোকে জনগণের ন্যায় ও সুবিচার পাওয়ার অধিকার সহজতর করার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯৫ সালে 'বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার' প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থার কর্মসূচির অন্যতম অংশ হচ্ছে, ইসলামী আইন ও বিচারব্যবস্থার উপযোগিতা ও সামষ্টিক কল্যাণ নিয়ে গবেষণা ও প্রকাশনা। সংস্থা 'ইসলামী আইন ও বিচার' নামে একটি ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা এবং 'Journal of Islamic Law & Judiciary' নামে একটি ষান্মাসিক জার্নাল প্রকাশ করে আসছে। সেই সাথে তুলনামূলক আইনবিষয়ক পুস্তক প্রকাশের কাজও করছে। ইতোমধ্যে এ সংস্থা ইসলামী আইন সংক্রান্ত প্রায় কুড়িটি পুস্তক প্রকাশ করেছে।

৪৫ খণ্ডে সমাপ্ত 'আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ' একটি বিশাল কর্ম। এটিই সম্ভবত বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ফিকহী প্রকাশনা। আমরা ইতোপূর্বে এই বিশাল সাগর থেকে পরিবার বিষয়ক ভুক্তিগুলোর সমন্বয়ে ইসলামের পারিবারিক আইন শীর্ষক ২টি খণ্ড প্রকাশ করেছি। এগুলো বোদ্ধা মহলে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ-প্রকল্পের দ্বিতীয় পদক্ষেপ "ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন" ১ম খণ্ড ইতোমধ্যে ব্যাংকিং ও একাডেমিক সেক্টরে ব্যাপকভাবে আদৃত হয়েছে। যাতে ২৯টি ভুক্তি অন্তর্ভুক্ত ছিল এই সিরিজের দ্বিতীয় খণ্ডের কাজ সমাপ্ত করতে পারায় মহান আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি। এটিতে মাত্র ৯টি ভুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাভাষায় দালিলিক প্রমাণসহ ইসলামী আইন বিষয়ক প্রকাশনা অপ্রতুল। যেগুলো আছে সেগুলোর অধিকাংশই ফিক্‌হের পাঠ্য গ্রন্থাদির অনুবাদ। সেগুলো সাধারণ পাঠকের জন্য সহজবোধ্যও নয়। এ পুস্তকটিতে অন্তর্ভুক্ত ব্যবসায় ও বাণিজ্য সম্পর্কিত প্রত্যেকটি বিষয়ে প্রসিদ্ধ মাযহাবগুলোর বক্তব্য দলিল-প্রমাণসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে সম্মানিত পাঠক সমাজ এখানে সব মাযহাবের ভাষ্য একসাথে পাবেন।

ইসলামী শিক্ষা ও জ্ঞানের জগতে 'আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ' যেমন অনন্য অর্জন, এর বাংলা ভাষ্য 'ইসলামী ফিক্‌হ বিশ্বকোষ'ও হবে বাংলা সাহিত্যে এক অসাধারণ ও অপূর্ব সংযোজন। আমাদের জ্ঞানসাধনার জগৎ এ ধরনের অনবদ্য অবদানে ঋদ্ধ হোক। আলোক অন্বেষী শিক্ষিত প্রজন্ম খুঁজে পাক সাফল্যের ঠিকানা। ইসলামের কল্যাণময় জীবনব্যবস্থার দিক-দর্শন আধুনিক সমাজে প্রচারের কাজে নিয়োজিত 'বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার' তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পথে সাফল্যের শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করুক- গুরুত্বপূর্ণ এ প্রকাশনার শুভ মুহূর্তে মহান রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে এই আমাদের প্রার্থনা।

উল্লেখ্য যে, আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাতে কেবল প্রাচীন ফিকহবিদদের মতামত দেওয়া হয়েছে। বিশেষভাবে আধুনিককালের যারা ফিকহের ক্ষেত্রে কাজ করেছেন যেমন মুহাম্মদ আল-গাজালী, ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, ড. ওহাবাহ আয-যুহাইলী, ড. আবু যাহরা, আব্দুল্লাহ বিন বায, মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন, বিচারপতি তকী উসমানী, মুজাহিদুল ইসলাম কাসেমী, হাসান তুরাবী প্রমুখের ফিকহী মতামত তাদের ফতোয়ার গ্রন্থসমূহে পাওয়া যাবে।

সম্পাদনা পরিষদের পক্ষে
শহীদুল ইসলাম
সদস্য সচিব
আল-মাওসূ'আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ অনুবাদ প্রকল্প
ও
ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

সূচিপত্র

الشَّرِكَةُ : অংশীদারী কারবার : Company

পরিচিতি..২৫
শারিকা (الشَّرِكَةُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ........................২৫
شَرِكَةُ مِلْكٍ বা যৌথ মালিকানার প্রকারভেদ......................................২৬
ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত বা বাধ্যতামূলক যৌথ মালিকানা.....................২৭
যৌথ মালিকানার বিধানাবলি..২৯
এই বিধানের ভিত্তিতে আহরিত বিভিন্ন মাসআলা................................২৯
ক্ষতির অবস্থা ৩১
এক শরীক অপর শরীকের নিকট থেকে খরচকৃত অর্থ ফেরত নেওয়া.........৩৬
যৌথ ঋণ (الدَّيْنُ الْمُشْتَرَكُ) ৩৭
যৌথ ঋণ কব্জা করা (قَبْضُ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ) ৩৮
কব্জা করার স্থলবর্তী (مَا يَقُومُ مَقَامَ الْقَبْضِ مَا يُعَادِلُ الْوَفَاءَ) ৪১
যৌথ চুক্তি (شَرِكَةُ الْعَقْدِ) ৪৪
যৌথ চুক্তি শরীয়তসম্মত হওয়ার দলিল...৪৫
ক্ষেত্র বিবেচনায় শারিকাতুল আকদের প্রকারভেদ................................৪৮
হানাফীদের বক্তব্য অনুসারে শারিকাতুল আবদান দু'প্রকার.....................৫০
সমান বা কমবেশির বিবেচনায় শারিকাতুল আকদের প্রকারভেদ................৫১
হাম্বলীদের মতে মুফাওয়াযা-র দুটি অর্থ রয়েছে..................................৫৩
সাধারণ ও বিশেষ অবস্থা বিবেচনায় যৌথ চুক্তির প্রকারভেদ....................৫৪
জোরপূর্বক যৌথচুক্তি : شَرِكَةُ الْجَبْرِ ৫৫
শারিকা বা যৌথচুক্তির শব্দ : صِيغَةُ عَقْدِ الشَّرِكَةِ ৫৬
যৌথ চুক্তির শর্তাদি...৫৯
সাধারণ শর্তসমূহ..৫৯
প্রথম : ওকালাত গ্রহণের যোগ্যতা...৫৯
দ্বিতীয় : আনুপাতিক হারে লাভের পরিমাণ জানা থাকা..........................৬১

দ্বিতীয় প্রকার শর্তাবলি : যেগুলো শারিকাতুল মুফাওয়াযার সাথে বিশিষ্ট......৬৩
প্রথম : কাফীল হওয়ার যোগ্যতা..৬৩
তৃতীয় : কোনো শরীকের পক্ষ থেকে শ্রমদানের শর্ত না করা................. ৬৫
সাধারণভাবে মূল পুঁজির কারবারের সাথে নির্দিষ্ট শর্তাবলি.......................৬৬
মূলপুঁজি সংক্রান্ত শারিকাতুল মুফাওয়াযার সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলি...........৭১
শারিকাতুল আমাল-এর সাথে বিশিষ্ট শর্তাবলি...................................৭৪
শারিকাতুল ওজুহ-এর সাথে নির্দিষ্ট শর্ত...৭৭
শারিকার বিধান এবং এর প্রতিক্রিয়া...৭৯
প্রথম : সাধারণ বিধানাবলি...৭৯
ক. পুঁজি ও লাভে অংশীদার হওয়া...৭৯
খ. চুক্তি আবশ্যক না হওয়া...৭৯
গ. শরীকের কর্তৃত্ব আমানতের কর্তৃত্ব ৮০
ঘ. লাভের হকদার হওয়া...৮৩
মুফাওয়াযা ও আনান- উভয়ে প্রযোজ্য বিধান.....................................৮৬
মুফাওয়াযার সাথে নির্দিষ্ট বিধান...৯৫
শারিকাতুল আনানের সাথে নির্দিষ্ট বিধান..১০০
বাজারদরের কম মূল্যে শারিকাতুল আনান-এর শরীকের বিক্রি করা ১০৫
শারিকাতুল আনান-এর শরীকের জন্য তার শরীক ছাড়া অন্য কারো সাথে শারিকা চুক্তি সম্পাদন করা ১০৬
আনান ও ওজুহ-এর বিধান...১০৭
শারিকাতুল আমাল-এর উভয় শরীকের মাঝে উপার্জন বণ্টন এবং উভয়ের ক্ষতি বহন করা ১০৯
ফাসিদ শারিকা..১১২
ফাসিদ শারিকার বিধানবলি...১১৫
পরিশিষ্ট..১২২
শারিকা শেষ হওয়ার কারণসমূহ...১২৩
বিশেষ কারণসমূহ..১২৭

عَقْد : চুক্তি : Contract

পরিচিতি..... ....১৩১
আকদ (عَقْد)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ.............................১৩১
পরিভাষায় : عَقْد (আকদ)-এর দুটি অর্থ রয়েছে.... ....১৩২
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা... ....১৩৩
চুক্তির রুকনসমূহ..... ....১৩৫
প্রথম : চুক্তির শব্দ... ....১৩৫
ঈজাব ও কবুল দ্বারা উদ্দেশ্য...১৩৬
ঈজাব ও কবুলের মাধ্যমসমূহ.. ....১৩৭
ঈজাব ও কবুল– দু'টি শব্দের দ্বারা চুক্তি সংঘটন... ....১৩৭
চুক্তির মধ্যে শব্দ বা অর্থের মূল্যায়ন.... ....১৩৯
লেখা অথবা চিঠির মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন.. ....১৪৮
ইঙ্গিতের দ্বারা চুক্তি...১৫২
আদান-প্রদানের চুক্তি.. ১৫২
ঈজাব ও প্রস্তাবের সাথে 'কবুল'-এর সামঞ্জস্য.................................১৫৩
তথা ঈজাব ও কবুল একত্রিত হওয়া.... ....১৫৪
প্রস্তাবকারীর প্রস্তাব হতে সরে আসা..... ....১৫৫
চুক্তি সম্পাদনকারী উভয়ে কিংবা তাদের একজনের
চুক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া..১৫৬
ঈজাব ও কবুলের মধ্যবর্তী সময়ে চুক্তিসম্পাদনকারীদের
কোনো একজনের মৃত্যু...১৫৭
চুক্তির মজলিস এক হওয়া.. ....১৫৮
দুই চুক্তিসম্পন্নকারী উপস্থিত অবস্থায় চুক্তির বৈঠক.. ....১৫৮
তড়িৎ অথবা বিলম্বে কবুল প্রসঙ্গ..১৬০
কবুলের জন্য আবশ্যিক জ্ঞান.. ....১৬১
চুক্তি সম্পাদনকারী দু'জনের অনুপস্থিতিতে চুক্তির মজলিস.....................১৬২
যে সকল চুক্তিতে মজলিস এক থাকা শর্ত নয়.................................১৬৩
সম্মতি বা সন্তুষ্টির বিপরীত দোষ-ত্রুটি...১৬৭
ক. ক্ষেত্রের অস্তিত্ব ও উপস্থিতি ১৬৯

খ. চুক্তির ক্ষেত্র বিধান লাভের উপযুক্ত হওয়া ১৭১
গ. চুক্তির স্থান সম্পর্কে উভয় পক্ষের জ্ঞান থাকা ১৭১
১. হেবা-র চুক্তি..১৭৪
২. অসীয়তের চুক্তি...১৭৪
হস্তান্তরের ক্ষমতা...১৭৬
চুক্তির প্রকারভেদ ১৭৮
প্রথম : আর্থিক ও অ-আর্থিক চুক্তি ১৭৮
দ্বিতীয় : আবশ্যকীয় ও অনাবশ্যকীয় চুক্তি.......................................১৭৯
তৃতীয় : খিয়ারের সুযোগ থাকা বা না থাকা হিসাবে বিভক্তি..................১৮১
চতুর্থ : যেসব চুক্তিতে দখল বা কব্জা করা শর্ত আর যেগুলোতে শর্ত নয়....১৮২
দ্বিতীয় প্রকার : যেসব চুক্তিতে চুক্তির সময় চুক্তিবদ্ধ জিনিস কব্জা করা শর্ত.১৮৩
যে সকল চুক্তি আবশ্যক হওয়ার জন্যে কব্জা করা শর্ত ১৮৭
পঞ্চম. বিনিময়পূর্ণ ও অনুদানমূলক চুক্তিসমূহ................................. ১৮৮
ষষ্ঠ : শুদ্ধ, বাতিল ও ফাসিদ চুক্তি...১৯০
বিশুদ্ধ চুক্তি.. ১৯০
অশুদ্ধ চুক্তি..১৯১
সপ্তম. কার্যকরী চুক্তি ও স্থগিত চুক্তি ১৯১
ক. কার্যকরী চুক্তি...১৯১
খ. স্থগিত চুক্তি..১৯১
স্থগিত চুক্তির বিধান...১৯২
অষ্টম. সাময়িক চুক্তি ও সাধারণ চুক্তি ১৯২
চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত শর্তাবলি.. ১৯৪
চুক্তির প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব..১৯৫
চুক্তির সমাপ্তি এবং তার কারণ..১৯৬
চুক্তি পরিসমাপ্তির ঐচ্ছিক কারণ সমূহ.. ১৯৬
দ্বিতীয় : অনিচ্ছাকৃত ও বাধ্যগত অবস্থায় চুক্তি ভঙ্গের কারণ ১৯৮
চুক্তি রহিত বা সমাপ্তির আরো একটি কারণ.................................... ২০১

তেরো

بيع سَلَم : বায় সালাম : Salam

পরিচিতি..২০৩
সালাম (سَلَم)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ..............................২০৩
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা... ২০৪
ক. الدَّيْنُ : ঋণ...২০৪
খ. দায়িত্বে আবশ্যক গুণাগুণে বিশেষিত অনুপস্থিত বস্তু বিক্রি.............. ২০৫
গ. عَقْدُ الإِجَارَةِ: ইজারা চুক্তি...২০৫
ঘ. الاِسْتِصْنَاعُ : পণ্য তৈরির ফরমায়েশ..২০৫
সালামের বৈধতা...২০৫
সালাম শরীয়তসম্মত হওয়ার দর্শন..২০৭
সালাম বিক্রি কিয়াস বা যুক্তিসম্মত হওয়ার মাত্রা ২০৮
সালামের রুকন এবং সালাম শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি..............................২১০
প্রথম রুকন : الصِّيغَةُ শব্দ..২১০
চুক্তিসম্পাদনকারী দুই পক্ষ.. ২১৪
الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ : যার ওপর চুক্তি হয়ে থাকে ২১৫
সালামের মূলধনের শর্তাবলি..২১৭
সালামের পণ্যের শর্তাবলি ২২৪
দ্বিতীয় শর্ত : সালামের পণ্যটি উভয়ের জ্ঞাত হওয়া ২২৯
তৃতীয় শর্ত : সালামের পণ্য বিলম্বিত ও বাকি থাকা ২৩২
সালামের সর্বনিম্ন সময়সীমা...২৩৪
চতুর্থ শর্ত : মেয়াদ জ্ঞাত থাকা ২৩৬
ষষ্ঠ শর্ত : পরিশোধ করার স্থান নির্দিষ্ট করা..২৩৮
সালাম চুক্তি থেকে সৃষ্ট এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ......................২৪১
ক. উভয় বিনিময়ের মালিকানা স্থানান্তর... ২৪১
খ. হস্তগত করার পূর্বে সালামের পণ্যে এখতিয়ার প্রয়োগ.......................২৪১
গ. সালামের পণ্য পরিশোধ...২৪৫
ঘ. নির্ধারিত মেয়াদে সালামের পণ্য সমর্পণে দুঃসাধ্যতা ২৫১
ঙ. সালাম বাতিল করণ ২৫২
চ. বকেয়া সালামের পণ্যকে প্রমাণসিদ্ধকরণ ২৫৪
ছ. সালামের পণ্য কয়েক কিস্তিতে পরিশোধের চুক্তি২৫৭

চৌদ্দ

مُضَارَبَةٌ : মুদারাবা : Mudarabah

পরিচিতি..২৫৯
মুদারাবা (مُضَارَبَةٌ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ২৫৯
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা...২৬০
ক. الإِبْضَاعُ ২৬০
খ. الْقَرْضُ ২৬০
গ. الشَّرِكَةُ ২৬১
মুদারাবা শরীয়তসম্মত হওয়ার আলোচনা...২৬১
হাদীস শরীফের বর্ণনা ২৬২
মুদারাবা বৈধ হওয়ার তাৎপর্য ২৬৩
মুদারাবা চুক্তির বৈশিষ্ট্য..২৬৪
মুদারাবার দুটি প্রকার...২৬৫
মুদারাবার অপর এক বিভক্তি..২৬৫
মুদারাবার রুকন বা মূল অংশ...২৬৬
নির্ধারিত শব্দের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলি...২৬৭
চুক্তির দুপক্ষের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলি...২৬৮
অমুসলিমের সাথে মুদারাবা..২৭০
পুঁজির সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলি...২৭২
পুঁজি মুদ্রা হওয়া...২৭৩
এক. পণ্য বা বস্তু সামগ্রী দ্বারা মুদারাবা চুক্তি ২৭৩
স্বর্ণখণ্ড দিয়ে মুদারাবা ২৭৮
খাঁদ মিশ্রিত মুদ্রা দ্বারা মুদারাবা ২৭৮
পয়সা দিয়ে মুদারাবা ২৭৯
সুবিধা ও মুনাফা দ্বারা মুদারাবা ২৮০
সারাফ বিক্রির মাধ্যমে মুদারাবা ২৮০
দুই. মুদারাবাতে পুঁজির পরিমাণ জ্ঞাত হওয়া ২৮১
দু' থলের এক থলে মুদ্রা দিয়ে মুদারাবা ২৮১
তিন. মুদারাবা চুক্তির পুঁজি নগদ অর্থ হওয়া ২৮২
কর্মীর নিকট থাকা ঋণ দিয়ে মুদারাবা..২৮২

পনেরো

কর্মী-ভিন্ন অন্য কারো কাছে থাকা ঋণ দিয়ে মুদারাবা ২৮৫
চার. পুঁজি কর্মীর হাতে সোপর্দ করা ২৮৬
আমানতের অর্থ দিয়ে মুদারাবা ২৮৮
লুণ্ঠিত সম্পদ দ্বারা মুদারাবা.......... ২৮৯
কোনো বস্তুর বিস্তৃত অংশ দিয়ে মুদারাবা ২৯০
মুদারাবায় অর্জিত লাভের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলি ২৯১
কর্মীর কাজকর্ম ও ক্ষমতা ২৯৬
কর্মীর ব্যবসা উপলক্ষে সফর করা..........২৯৮
চার. কর্মী যা মোটেও করতে পারবে না ৩১০
মুদারাবা চুক্তিতে অগ্রহণযোগ্য শর্তাবলি ৩১০
নিম্নে আমরা কতক ফাসেদ শর্ত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি..........৩১২
এক. ব্যবসা কাজে মালিকের অংশগ্রহণের শর্ত করা ৩১২
দুই. নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ প্রদানের শর্ত করা ৩১৩
তিন. পুঁজি ক্ষতিগ্রস্ত হলে কর্মী দায়ী থাকার শর্ত ৩১৩
মুদারাবার সময় বেধে দেওয়া বা শর্ত দ্বারা শর্তায়িত করা ৩১৩
পুঁজিদাতার কাজ ও আচরণ ৩১৫
এক. পুঁজিদাতার সাথে কর্মীর লেনদেন করা ৩১৫
মুদারাবায় মুরাবাহা (লাভে বিক্রয়) ৩১৭
মুদারাবায় শুফআ ৩১৮
কর্মী বা মালিক একাধিক জন ৩২০
কর্মীর দখল ও নিয়ন্ত্রণ ৩২১
যথাযথ মুদারাবার প্রভাব প্রতিক্রিয়া ৩২২
যথাযথ মুদারাবাতে কর্মী যে সকল বিষয়ের হকদার ও যোগ্য হয়..........৩২২
এক. কর্মীর প্রয়োজনীয় ব্যয় ৩২২
দুই. নির্ধারিত লাভ ৩২৯
মুদারাবার সম্পদে প্রাপ্ত বৃদ্ধি ৩৩৩
মুদারাবার সম্পদ ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ..........৩৩৩
শরীয়তসম্মত মুদারাবা হলে মালিক যা কিছুর অধিকারী হয়..........৩৩৭
মুদারাবার সম্পদে যাকাত ৩৩৭

ষোল

বাতিল মুদারাবার প্রতিক্রিয়া ৩৩৮
ফাসিদ মুদারাবাতে যা করা জায়েয..........৩৪১
মালিক ও কর্মীতে বিরোধ ৩৪২
এক. মালিক ও কর্মীতে ব্যাপকতা ও সংকোচন নিয়ে বিরোধ.......... ৩৪২
দুই. পুঁজির পরিমাণ নিয়ে মালিক ও কর্মীর মাঝে বিরোধ..........৩৪৩
তিন. মুদারাবা চুক্তি সংগঠন নিয়ে পুঁজিদাতা ও কর্মীর মাঝে বিরোধ ৩৪৪
ক. পুঁজির সম্পদ মুদারাবা অথবা কর্জ হিসাবে নেওয়ার প্রশ্নে বিরোধ..........৩৪৫
খ. পুঁজি মুদারাবার বা ইবযার হওয়া নিয়ে বিতর্ক..........৩৪৭
গ. পুঁজি মুদারাবার না-কি লুণ্ঠনের? এ নিয়ে বিতর্ক..........৩৪৮
ঘ. চুক্তি মুদারাবা না প্রতিনিধিত্ব তা নিয়ে বিরোধ..........৩৪৯
ঙ. কর্মী মুদারাবা চুক্তি অস্বীকার করা ৩৫০
চার. কর্মীর কেনা পণ্য মুদারাবার পক্ষ থেকে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক..........৩৫১
পাঁচ. অনুমতির পর নিষেধ করা নিয়ে বিতর্ক..........৩৫৪
ছয়. মুদারাবা সঠিক ও যথাযথ হওয়া নিয়ে বিতর্ক..........৩৫৪
সাত. পুঁজি ধ্বংস হওয়া নিয়ে বিতর্ক..........৩৫৫
আট. অর্জিত লাভ নিয়ে বিতর্ক..........৩৫৬
নয়. লাভের শর্তকৃত অংশ নিয়ে বিতর্ক..........৩৫৬
দশ. পুঁজি ফেরত দেওয়া নিয়ে বিতর্ক ও বিরোধ..........৩৫৮
মুদারাবা বাতিল হয়ে যাওয়া ৩৫৯
এক. পুঁজির মালিক বা কর্মীর মৃত্যু ৩৫৯
দুই. মালিক বা কর্মীর ব্যবসায়িক যোগ্যতা হারানো কিংবা অসম্পূর্ণতা..........৩৬১
ক. পাগলামি ও অপ্রকৃতিস্থতা (الْجُنُونُ) ৩৬১
খ. বেহুঁশ হওয়া (الْإِغْمَاءُ) ৩৬২
গ. কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া (الْحَجْرُ) ৩৬২
তিন. মুদারাবা চুক্তি রহিত করা (فَسْخُ الْمُضَارَبَةِ) ৩৬২
চার. মুদারাবার পুঁজি ধ্বংস হওয়া (تَلَفُ رَأْسِ مَال الْمُضَارَبَةِ) ৩৬৫
পাঁচ. মালিক কর্তৃক পুঁজি প্রত্যাহার করা..........৩৭১
ছয়. পুঁজিদাতা বা কর্মীর মুরতাদ হওয়া..........৩৭৪

সতেরো

مُرَابَحَةٌ : মুরাবাহা : Murabahah

পরিচিতি..৩৭৯
মুরাবাহা (مُرَابَحَةٌ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ.......................৩৭৯
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা..৩৮০
ক. التَّوْلِيَةُ..৩৮০
খ. الْوَضِيعَةُ ৩৮০
মুরাবাহা সংক্রান্ত শরয়ী বিধান..৩৮০
মুরাবাহার শর্তসমূহ..৩৮১
প্রথম : শব্দরূপের সাথে সম্পর্কিত শর্তসমূহ ৩৮১
দ্বিতীয় : মুরাবাহা বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ ৩৮১
মূল্য কমবেশী করার বিধান ৩৮৫
বিক্রীত বস্তু হতে সৃষ্ট বর্ধিত বস্তুর বিধান ৩৮৭
প্রথম ক্রেতা কর্তৃক পণ্যে কোনো কিছু সংযোজনের বিধান ৩৮৯
বিক্রীত পণ্য ত্রুটিযুক্ত হওয়া বা কমে যাওয়া......................................৩৯১
একাধিক ক্রয়-বিক্রয়...৩৯৩
মুরাবাহার মধ্যে অবিশ্বাস ও খিয়ানত প্রকাশিত হওয়া..........................৩৯৩
ক্রয়ের আদেশদাতার জন্য মুরাবাহা বিক্রয়......................................৩৯৫

صَرْفٌ : মুদ্রা বিনিময় : Currency Exchange

পরিচিতি ৩৯৭
সরফ (صَرْفٌ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ...........................৩৯৭
পারিভাষিক অর্থ ৩৯৭
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা ৩৯৮
الصَّرْفُ বা মুদ্রা বিনিময়-এর বৈধতা ৩৯৯
الصَّرْفُ বা মুদ্রাবিনিময়ের শর্তাবলি..৪০১
প্রথম : পরস্পর উভয় বিনিময় হস্তগতকরণ (تَقَابُضُ الْبَدَلَيْنِ) ৪০১
হস্তগত করার ক্ষমতা লাভ ও প্রতিনিধিত্ব (الْوَكَالَةُ بِالْقَبْضِ) ৪০৪

আঠারো

দুই বিনিময়ের কিছু অংশ হস্তগতকরণ (قَبْضُ بَعْضِ الْعِوَضَيْنِ) ৪০৫
দ্বিতীয় : খিয়ার মুক্ত থাকা : (الخلوعن الخيار) ৪০৭
তৃতীয় : মেয়াদের শর্ত না থাকা (الْخُلُوُّ عَنِ اشْتِرَاطِ الأَجَل) ৪০৯
চতুর্থ : সমতা ও বরাবর হওয়া (التَّمَاثُل) ৪০৯
সরফ-চুক্তির প্রকারসমূহ (أَنْوَاعُ الصَّرْفِ) ৪১০
প্রথম প্রকার : দুই মুদ্রা (স্বর্ণ ও রৌপ্য)-এর একটিকে
সমশ্রেণীর অপরটির বিনিময়ে বিক্রি করা.............................. ৪১০
দ্বিতীয় প্রকার : দুই মুদ্রার যে-কোনো একটিকে অপরটির বিনিময়ে বিক্রি....৪১৬
তৃতীয় প্রকার : মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা এবং দুই মুদ্রার যে-কোনো
একটির অথবা উভয়টির সাথে অন্য বস্তু বিক্রি করা ৪১৭
চতুর্থ প্রকার : দিনার ও দিরহামের বিনিময়ে দিনার-দিরহাম বিক্রি করা ৪২১
পঞ্চম প্রকার : বাকিতে অথবা ঋণে মুদ্রাবিনিময়...............................৪২৩
ষষ্ঠ প্রকার...৪২৮
ভেজালযুক্ত দিরহাম এবং দিনারের মুদ্রাবিনিময় চুক্তি............................ ৪২৮
সপ্তম প্রকার : খুচরা মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রাবিনিময়-চুক্তি........................ ৪৩৩
প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি...৪৩৩
দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ৪৩৬
মুদ্রাব্যবসার বিনিময়ের মধ্যে দোষ-ত্রুটি প্রকাশ ৪৩৭
সরফ-চুক্তির মধ্যে নির্দিষ্ট করার দ্বারা মুদ্রা নির্দিষ্ট হওয়া.......................৪৪১

كَفَالَةٌ : জামানত ও জিম্মাদারি : Guarantee

পরিচিতি..৪৪৩
কাফালা (الْكَفَالَةُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ৪৪৩
কাফালাতের পারিভাষিক অর্থ ৪৪৩
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা...৪৪৪
সুন্নাহ ৪৪৬
কাফালাতের রুকন বা মূল অংশ ও শর্তসমূহ.....................................৪৪৭
প্রথম রুকন : কাফালাতের শব্দ ৪৪৭

উনিশ

ক. নগদ কাফালাত........ ৪৪৯
খ. শর্তযুক্ত কাফালাত........৪৪৯
গ. সময়ের সাথে যুক্ত কাফালাত........৪৫১
ঘ. সময়ের সাথে আবদ্ধ কাফালাত........ ৪৫৫
কাফালাতকে শর্তযুক্ত করা........৪৫৭
দ্বিতীয় রুকন : কাফীল........৪৫৯
মহিলার কাফালাত গ্রহণ........৪৬১
তৃতীয় রুকন : মূল ঋণদাতা........৪৬১
১. মাকফুল লাহু সম্পর্কে কাফীলের জানা থাকা........৪৬১
২. মাকফুল লাহু প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থমস্তিস্ক হওয়া শর্ত........৪৬২
৩. মাকফুল লাহুর প্রস্তাব গ্রহণ........৪৬৩
চতুর্থ রুকন : ঋণগ্রহীতা........ ৪৬৪
১. মাকফুল আনহু সম্পর্কে কাফীলের জানা থাকা........৪৬৪
২. মাকফুল আনহু (ঋণগ্রহীতার) কাফালাতের ব্যাপারে সন্তুষ্টি........৪৬৫
৩. মাকফুল আনহুর (ঋণগ্রহীতা) পক্ষে দায় নেওয়া বিষয় বাস্তবায়নের সক্ষমতা........৪৬৬
পঞ্চম রুকন : কাফালাতকৃত বিষয়........ ৪৬৭
ক. ঋণের কাফালাত........ ৪৬৭
১. ঋণটি সহীহ ও বিধিসম্মত হওয়া........ ৪৬৭
২. ঋণটি দায়িত্বে আবশ্যিক হওয়া........৪৬৮
খ. সত্তার কাফালাত গ্রহণ ৪৬৯
ক. নিজ থেকে দায়বদ্ধ বস্তু ৪৭০
খ. অন্য কিছুর মাধ্যমে দায়বদ্ধ বস্তু ৪৭০
গ. আমানত ৪৭১
দ্বিতীয় : ব্যক্তির কাফালাত........ ৪৭৩
ক. ব্যক্তির কাফীল হওয়ার বিধান........ ৪৭৩
খ. ব্যক্তিসত্তার কাফালাতে দায়........ ৪৭৫
সত্তার দায় নেওয়া........৪৭৬
খোঁজ করার দায়গ্রহণ........ ৪৭৬

কুড়ি

কাফালাতের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ৪৭৮
ঋণ তলবের অধিকার ৪৭৯
একাধিক ব্যক্তি কাফীল হওয়া ৪৭৯
ঋণদাতাকে খোঁজ করার সময়, স্থান ও বিষয় ৪৮০
ঋণদাতার ওপর কাফীলের হকসমূহ........ ৪৮১
২. বস্তুসত্তার কাফালাত........ ৪৮২
ক. ব্যক্তির কাফালাত ৪৮৩
খ. মাকফুল আনহু (মূল ঋণগ্রহীতা)-র সাথে কাফীলের সম্পর্ক ৪৮৯
ক. ঋণগ্রহীতাকে কাফীলের দায়মুক্ত করতে বলা ৪৮৯
খ. ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে কাফীলের ঋণ আদায় করা........৪৯১
১. কাফীলের ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ঋণ আদায়ের শর্তসমূহ........৪৯২
২ কাফীলের ঋণ উসুল করার পদ্ধতি........৪৯৫
কাফালাত পূর্ণ হওয়া........৪৯৭
ক. মূল ব্যক্তির দায় পূর্ণ হওয়ার ভিত্তিতে কাফীলের দায় পূর্ণ হওয়া........৪৯৭
খ. মৌলিকভাবে কাফালাত পূর্ণ হয় যেভাবে........৪৯৭
১. ঋণদাতার সাথে কাফীলের সন্ধি করা........৪৯৭
২. দায়মুক্ত করা (الْإِبْرَاءُ)........৪৯৮
৩. কাফালাত বাতিল করা (إِلْغَاءُ عَقْدِ الْكَفَالَةِ)........৪৯৮
৪. জীবন সত্তার কাফালাতে কাফীলের মৃত্যু (مَوْتُ الْكَفِيلِ بِالْبَدَنِ) ৪৯৮
৫. দায় নেওয়া বস্তু সোপর্দ করা........৪৯৮

رَهْن : বন্ধক : Mortgage

পরিচিতি........৪৯৯
রাহন (رَهْن)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ৪৯৯
رَهْن-এর পারিভাষিক অর্থ ৪৯৯
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা........৪৯৯
الضَّمَانُ শব্দটির পারিভাষিক অর্থ........৫০০
রাহন বা বন্ধকের বৈধতা ৫০০

রাহন-এর সাথে সম্পর্কিত বিধি-বিধান..৫০১
লোকালয়ে অবস্থানকালে বন্ধকের বৈধতা..৫০১
বন্ধকের রুকন বা মূল অংশ..৫০২
ক. যা দ্বারা বন্ধক সংঘটিত হয় ৫০২
খ. চুক্তি সম্পাদনকারী ৫০৩
গ. যার বিপরীতে রাহন বা বন্ধক রাখা হয়.......................................৫০৪
ঘ. বন্ধকী বস্তু.. ৫০৭
ধারকৃত বস্তু বন্ধক রাখা... ৫০৮
বন্ধকের জন্য ধারকৃত বস্তু বন্ধক রাখা সহীহ হওয়ার শর্তাবলি ৫০৮
ধারকৃত বস্তুর জামানত.. ৫০৯
বন্ধকের আবশ্যকতা ৫১০
সম্পদটি যার কব্জায় তার কাছেই বন্ধক দেওয়া..................................৫১১
বন্ধকীবস্তুতে আধিক্য ও তার বৃদ্ধি..৫১৩
বন্ধকীবস্তু দ্বারা উপকার গ্রহণ করা ৫১৩
বন্ধকী জিনিসে বন্ধকদাতার হস্তক্ষেপ ৫১৬
বন্ধকীবস্তুর উপর কর্তৃত্ব ৫১৯
বন্ধকী জিনিসের খরচ ৫২১
আবশ্যকীয় খরচ থেকে বিরত থাকা ৫২২
আবশ্যক হওয়ার পূর্বে যে কারণে বন্ধকীচুক্তি বাতিল হয়ে যায় ৫২২
চুক্তি আবশ্যক হওয়ার পর যে কারণে বন্ধক বাতিল হয়ে যায়.................৫২৩
বন্ধকী চুক্তিতে শর্তা ৫২৪
বন্ধকীবস্তু বিক্রির অধিকার.. ৫২৪

إِجَارَة : ভাড়া দেওয়া : Leasing

পরিচিতি...৫২৭
ইজারা (الْإِجَارَة)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ৫২৭
আবশ্যক ও অনাবশ্যক হওয়ার বিচারে ইজারা.................................৫২৮
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা ৫২৮

الْبَيْعُ (আল বায়) : বিক্রয়, কেনাবেচা ৫২৮
الْإِعَارَةُ (আল ইআরা) : হাওলাত, ধার ৫২৯
الْجِعَالَةُ (আল জিআলা) : নির্দিষ্ট কাজের বিনিময়ে কমিশন বা পুরস্কার........৫২৯
الِاسْتِصْنَاعُ (আল ইসতিসনা’) : কোনো কিছু বানানোর চুক্তি, অর্ডার ৫৩০
ইজারা বৈধ হওয়ার প্রমাণ...৫৩০
ইজারার মূল বিষয়..৫৩১
ইজারাচুক্তির শব্দ...৫৩২
কথাবার্তা ছাড়া আদান-প্রদান দ্বারা ইজারাচুক্তি...................................৫৩৪
ইজারাচুক্তির তাৎক্ষণিক কার্যকারিতা, এর সম্পর্ক ও শর্তের বিধান...........৫৩৪
দুপক্ষ এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি...৫৩৮
ইজারাদাতা ও ইজারাগ্রহীতা : الْعَاقِدَانِ...৫৩৮
শিশুদের ইজারাচুক্তি : إِجَارَةُ الصَّبِيِّ...৫৩৯
ইজারার ক্ষেত্র : مَحَلُّ الْإِجَارَةِ...৫৪১
প্রথম উদ্দেশ্য : ইজারায় প্রদত্ত পণ্যের মুনাফা ও উপকার......................৫৪১
মুনাফা ও উপকার লাভের ইজারাচুক্তি সম্পন্ন হতে কয়েকটি শর্ত রয়েছে....৫৪২
উপকার সুনির্দিষ্ট হওয়া...৫৪৫
কর্ম ও মেয়াদ উভয়টি নির্দিষ্টকরণ ৫৪৯
যৌথ মালিকানাধীন অবণ্টিত জিনিসের ইজারা................................. ৫৫০
দ্বিতীয় উদ্দেশ্য : ভাড়া, বিনিময়, পারিশ্রমিক.....................................৫৫১
শরীয়ত নির্ধারিত শর্তগুলোর কোনোটিতে ত্রুটি থাকার প্রভাব................৫৫৪
ইজারার মৌলিক ও প্রাসঙ্গিক বিধান...৫৫৬
উপকার ভোগ ও মজুরির মালিকানা এবং এর সময়...........................৫৫৬
ইজারাগ্রহীতা ইজারাকৃত পণ্য অপরজনের কাছে ইজারা দেওয়া.............৫৬১
ইজারাগ্রহীতা অন্যকে বেশি ভাড়ায় ইজারা দেওয়া.............................৫৬১
প্রাসঙ্গিক বিধান : ইজারাদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের জন্য অপরিহার্য ৫৬৪
ইজারার পণ্য হস্তান্তর করা ৫৬৪
ইজারার পণ্য ছিনতাই হলে এর ক্ষতিপূরণ......................................৫৬৫
ইজারা পণ্যের ত্রুটির ক্ষতিপূরণ...৫৬৬
ইজারাগ্রহীতার দায়িত্ব ৫৬৬

তেইশ

ক. মূল্য প্রদান করা এবং উপকার গ্রহণের অধিকার রুদ্ধ করার ক্ষমতা ৫৬৬
খ. শর্ত বা প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সরঞ্জামাদি ব্যবহার
করতে হবে এবং সেগুলো সংরক্ষণ করতে হবে.............................৫৬৭
গ. ভাড়ার মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাড়াটে পণ্য
থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবে...৫৬৮
ইজারার সমাপ্তি.. ৫৬৯
এক. মেয়াদপূর্তি : انْقِضَاءُ الْمُدَّةِ ৫৬৯
দুই. চুক্তি বাতিলকরণের দ্বারা ইজারার সমাপ্তি ৫৭০
তিন. পণ্য ধ্বংসের কারণে ইজারার সমাপ্তি ৫৭০
চার. অসুবিধার কারণে ইজারা রহিত হওয়া ৫৭০
পঞ্চম. মৃত্যুজনিত কারণে ইজারাচুক্তি রহিত হওয়া...........................৫৭৫
ষষ্ঠ. ভাড়ার পণ্য বিক্রয়ের পরিণতি ৫৭৭
সপ্তম. ক্রটিজনিত কারণে ইজারাচুক্তি রহিত হওয়া ৫৭৮
ইজারাদাতা ও ইজারাগ্রহীতার মধ্যকার বিরোধ.................................৫৮১
ভাড়াকৃত পণ্য কিভাবে ব্যবহৃত হবে? ৫৮১
ইজারার পণ্যের ভিত্তিতে ইজারার প্রকার ৫৮২
জায়গা-জমির ইজারা ৫৮২
১. পানি কিংবা চারণক্ষেত্র সহ জমি ইজারা দেওয়া ৫৮২
২. ফসলী জমির ইজারা ৫৮৩
উৎপন্ন ফসলের এক অংশের বিনিময়ে ভূমির ইজারা ৫৮৫
ফসলী জমির ইজারার মেয়াদকাল ৫৮৬
ইজারা শব্দের সাথে বিভিন্ন শর্তারোপ ৫৮৬
ফসলী জমি ইজারার বিধান...৫৯০
জমির মালিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ৫৯০
ইজারাগ্রহীতার দায়িত্ব ও কর্তব্য..৫৯০
ফসলী জমির ইজারা সমাপ্তি ৫৯৩
ঘর-বাড়ি ও ইমারতের ইজারা বা ভাড়া প্রদান................................. ৫৯৬
ঘর-বাড়িতে কিসের ভিত্তিতে উপকারভোগ নির্ধারণ করা হবে? ৫৯৬
ঘরবাড়ির ইজারা ও ভাড়ার ক্ষেত্রে মালিক ও ভাড়াটের দায়িত্ব ও কর্তব্য.....৬০২

চব্বিশ

দ্বিতীয় প্রকার...৬০৫
জীবজন্তুর ইজারা ৬০৫
তৃতীয় প্রকার...৬০৭
মানুষের ইজারা ৬০৭
ব্যক্তিগত কর্মচারী ৬০৭
গোনাহ ও ইবাদতের চাকরি.. ৬১২
একক শ্রমচুক্তির পরিসমাপ্তি ৬১৮
দুগ্ধদানকারিণী নারীর ইজারা ৬১৮
সরকারি কর্মচারীদের শ্রমবিনিয়োগ...৬২২
যৌথ কর্মচারী বা একাধিক মালিকের কাছে শ্রমবিনিয়োগ.......................৬২২
أجير مشترك বা সাধারণ শ্রমদাতার কর্তব্য......................................৬২৬
সাধারণ শ্রমদাতার ওপর জরিমানা/ক্ষতিপূরণ..................................৬২৭
জরিমানা নির্ধারণের উপযুক্ত সময়..৬২৯
أجير مشترك-এর বিপরীতে নিয়োগকর্তা/কার্যাদেশ দাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য..৬৩০
أجير مشترك-এর প্রকার...৬৩১
হাজ্জাম ও ডাক্তারদের পারিশ্রমিক এবং তাদের ভর্তুকী ৬৩১
শিংগা প্রয়োগকারীর উপর জরিমানা...৬৩৩
কূপ খননের জন্যে ইজারা..৬৩৫
রাখালের ইজারা...৬৩৭
তাত্ত্বিকজ্ঞান শিক্ষাদান এবং শিল্প ও পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান................৬৩৮
আধুনিক যোগাযোগ ও পরিবহণ সরঞ্জামের ইজারা.............................৬৩৯
ইজারার মধ্যে অন্য কারো মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া.............................৬৪০